জোড়া প্রার্থী নিয়ে সমস্যায় জেরবার জোড়াফুল শিবির

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর ও মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ একই ওয়ার্ডে একই দলের দু'জন প্রার্থী! দু'জনই নিজেকে প্রার্থী হিসেবে দাবি করে শুরু করে দিয়েছেন দেওয়াল লিখন। দলীয় প্রতীক ঘাসফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। মেদিনীপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে দেখা গেল এমনই তাজ্জব দৃশ্য! যা নিয়ে চরম বিভ্রান্তিতে এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। পাশাপাশি, চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থল মেদিনীপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড। একই ওয়ার্ডে নিজেদের দলীয় প্রার্থী দাবি করে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন প্রাক্তন কাউন্সিলর বিশ্বেশ্বর নায়েকের স্ত্রী অর্পিতা রায় নায়েক ও এলাকার তৃণমূল নেত্রী সংঘমিত্রা পাল। দুই প্রার্থীর তরফেই চলছে দেওয়াল লিখন, চলছে প্রচার। আর তাতেই চরম বিভ্রান্তিতে এলাকার তৃণমূল কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ। ওয়ার্ডবাসীর মনে একটাই প্রশ্ন, ভোটটা দেব কাকে? জানা যাচ্ছে, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূলের ২ দফায় প্রকাশিত প্রার্থী তালিকা। দু'দফায় দুটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তৃণমূলের তরফে। আর তাই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। প্রথম তালিকায় ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে নাম রয়েছে অর্পিতা রায় নায়েকের। আর দ্বিতীয় তালিকায় নাম রয়েছে সংঘমিত্রা পালের। সবমিলিয়ে এটা স্পষ্ট যে প্রার্থীপদ নিয়ে শাসকদলের অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দল চরমে। দু'পক্ষেরই দাবি দলীয় প্রার্থী তিনিই। ওয়ার্ড সভাপতি বরুণ বসু অবশ্য সংঘমিত্রার পাশেই দাঁড়িয়েছেন। ওদিকে অস্বস্তির মাঝে মুখে কুলুপ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের মুখে। জোড়া প্রার্থী নিয়ে সমস্যা শুরু হয়েছে ইংরেজবাজার পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে। একদিকে দেওয়াল লিখন করে প্রচার আরম্ভ করেছেন কাকলি চৌধুরী। অন্যদিকে নমিনেশনের জন্য ডিসিআর কাটলেন মনীষা সাহা। দু'জনেই তৃণমূলের প্রার্থী বলে দাবি করেছেন। কাকলি চৌধুরী বলেন, দল আমাকে তিন নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী করেছে। জেলা সভাপতি সাংবাদিক সম্মেলন করে আমাকে প্রার্থী ঘোষণা করেছেন। তাই আমি প্রচার শুরু করে দিয়েছি। দেওয়াল লিখন করছি, মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। আমি জয়লাভ করবো। অন্যদিকে তিন নম্বর ওয়ার্ডে মনীষা সাহা নিজেকে প্রার্থী হিসেবে দাবি করছেন। নমিনেশনের জন্য ডিসিআর কাটার সময় তিনি সাংবাদিকদের জানান, তিনি তিন নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী। প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি হয়েছে। তা দ্রুত মিটে যাবে।

বিক্ষোভ বিষ্ণুপুরে

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ তৃণমূল কর্মীদের। সোমবার সকাল থেকেই বিষ্ণুপুরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় বিষ্ণুপুরের এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন কর্মীরা। যার জেরে যানজটের সম্মুখীন হন নিত্যযাত্রীরা। বিষ্ণুপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়েছে দেবব্রত ঘোষকে। যা নিয়ে ক্ষোভ তৃণমূলের অন্দরেই। অভিযোগ, বিজেপি সভাপতিকে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়ে তৃণমূলের টিকিট পেয়ে ১১ নং ওয়ার্ডের দেবব্রত ঘোষকে প্রার্থী হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। অবিলম্বে এই প্রার্থী বদল করে নতুন নাম ঘোষণা করতে হবে। রবিবার বিক্ষোভ অবরোধের পর ফের সোমবার সাত-সকালেই এই দাবিতে সরব তৃণমূল কর্মীদের একাংশ।

বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ঢুকল চলন্ত গাড়ি

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত চার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের রাতে নিঃস্তব্ধতার বুক চিরে আচমকাই এক বিকট শব্দ। বাড়ির ভিতরে যাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁরা এক মুহূর্ত আগেও টের পাননি কিছুই। আচমকাই একটা গাড়ি হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল বাড়িতে, তাও আবার উল্টো ভাবে। গাড়ির ভিতরের শরীরগুলো ততক্ষণে দলা পাকিয়ে গিয়েছে। রক্ত চুইয়ে বেরিয়ে আসছে গাড়ির জানলার ভাঙা কাচ বেয়ে। মধ্যরাতে ভয়ঙ্কর ঘটনা মালদায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি ঢুকে পড়ল বাড়িতে। মৃত্যু হয়েছে এক দম্পতি-সহ চার জনের। মৃতদের নাম দেবাশিস মন্ডল ওরফে চন্দন (২৪), অনিক দাস (২৩) ও তাঁর স্ত্রী নেহা দাস(২২), সুব্রত শেঠ(২৫)। প্রত্যেকের বাড়ি মালদার হবিবপুর ব্লকের আইহো পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায়। ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের মুচিয়া পঞ্চায়েতের মহামায়া মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। বীভৎস দুর্ঘটনার ভয়াবহতা দেখে আঁতকে উঠেছেন পুলিশ কর্তারাও। ভয়াবহতায় কার্যত বাকরুদ্ধ স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁরা বলছেন, দুর্ঘটনার তো সেভাবে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই। মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। তখন রাত নিঃস্তব্ধ। সকলে ঘুমোচ্ছিলেন। যে বাড়িতে গাড়িটা ঢুকে পড়ে, সেটা রাস্তার ধারেই। বাড়ির দেওয়াল ভেঙে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে গাড়িটা। গাড়ির ভিতরে ছিলেন চন্দন, অনিক, নেহা ও সুব্রত। তাঁদের প্রত্যেকের পরনের পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল, কোনও অনুষ্ঠান বাড়ি থেকেই ফিরছিলেন। গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। গাড়ির ভিতর দেহগুলি এমন ভাবে আটকে ছিল, তা বের করে আনতে মারাত্মক সমস্যা হয়। গ্যাস কাটার দিয়ে গাড়ির এক পাশ কেটে বার করা হয় চার জনকে। দেহগুলি যতক্ষণে উদ্ধার করা হয়, ততক্ষণে মৃত্যু হয় তিন জনের। এক জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েছেন ওই বাড়ির বাসিন্দারাও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। তবে এমন ঘটনা আগে কখনও দেখিনি। দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছিল গা। একটা বীভৎস আওয়াজ। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল চারদিক। এমন দৃশ্য যে কেউ দেখলে ভয় পেয়ে যাবে। প্রথমটায় তো আমরা কী করব ঠিক বুঝেই পাচ্ছিলাম না। গাড়ির ভিতর তখনও এক জন কাতরাচ্ছিলেন। পুলিশ আপাতত দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, গাড়ির গতিবেগ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন চালক। রাতে দৃশ্যমানতাও কম ছিল। গাড়ি গিয়ে ঢুকে পড়ে বাড়িতে।

আক্রান্ত তৃণমূলের ব্লক যুব সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাইক আরোহী দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন মালদার মানিকচকের ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি ইমরান হাসান। ঘটনায় তিনি আহত হয়েছেন। রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমূল সভাপতি। কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা জানতে তদন্ত নেমেছে মানিকচক থানার পুলিশ। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও ব্যক্তি জড়িত নেই বলে জানিয়েছেন ইমরান হাসান। তাঁর অভিযোগ, মদ্যপ কিছু যুবক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তিনি জানান, গতকাল রাতে তিনি সপরিবারে সরস্বতী পুজোর প্রতিমা দর্শনে বেরিয়েছিলেন। অভিযোগ, মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় আসার পরেই মোমো খাওয়ার জন্য তিনি গাড়ি থামিয়ে ছিলেন। সেই সময় বেশ কয়েকজন যুবক মদ্যপ অবস্থায় বাইকে করে তার গাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় তিনি প্রতিবাদ করেন। আর তাতেই মদ্যপ যুবকরা তার উপর চড়াও হয়। তাকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মথুরাপুর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ব্লক সভাপতির অভিযোগ করেছেন, বাইক আরোহীরা মদ্যপ অবস্থায় ট্রাফিক আইনের তোয়াক্কা না করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। বাইক আরোহীদের বেধড়ক মারে মুখ সহ গোটা শরীরে আঘাত লাগে তৃণমূল ব্লক সভাপতির। পরে দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে চম্পট দেয়। জখম অবস্থায় তাঁকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপরের বাইক আরোহীদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ইমরান হাসান। তবে ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কেউ জড়িত নয় বলেই তিনি জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানিকচকে ইমরানের শত্রু কেউ নয়। যারা করেছে তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

মনোনয়ন জমা দিলেন বিরোধীরা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার থেকেই মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া শুরু হলো রামপুরহাট মহকুমা প্রশাসনিক ভবনে। রামপুরহাট পুরসভার মোট ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। এর মধ্যে বামফ্রন্টের ছয়জন সিপিএম প্রার্থী, চারজন কংগ্রেস প্রার্থী এবং আটজন বিজেপি প্রার্থী এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দেন। সিপিএমের তরফে ১ নং ওয়ার্ডে মনোনয়ন জমা দেন রামাপদ বাগদী, ৩ নম্বরে অলিকেন্দু চক্রবর্তী, ছয় নং ওয়ার্ডে শান্ত লেট, ১২তে তৃপ্তি মণ্ডল, ১৩তে মুন্নী মণ্ডল, ১৭তে সঞ্জীব মল্লিক। কংগ্রেসের মোট চার জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন এদিন। যাদের মধ্যে নয় নং ওয়ার্ডে তারক লেট, দশ নং ওয়ার্ডে সাহিনা খাতুন, চোদ্দ নং ওয়ার্ডে শাহজাদা কিনু এবং ষোলোতে পূর্ণিমা ঠাকুর মনোনয়ন জমা দেন। অন্যদিকে, বিজেপির আট জন মনোনয়ন জমা দেন। তার মধ্যে এক নং ওয়ার্ডে নির্মল মাল, তিন নং ওয়ার্ডে নাড়ুগোপাল দাস, আট নং ওয়ার্ডে রশ্মি দে, দশ নং ওয়ার্ডে রাখী মণ্ডল, বারো নং ওয়ার্ডে বিষ্ণু নারায়ণ সাহা, সতেরো নং ওয়ার্ডে বিশ্বজিৎ দাস এবং আঠারো নং ওয়ার্ডে মনোনয়ন জমা দেন দীনেশ মণ্ডল।

প্রতিমা দর্শনে বেরিয়ে ধর্ষিতা নাবালিকা ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পূজার প্রতিমা দর্শনে বেরিয়ে নাবালিকা নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা জেলার মানিকচক থানার নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লস্করপুর গ্রামে। অভিযোগ পেয়ে তড়িঘড়ি তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবককে পাকড়াও করেছেন মানিকচক থানার পুলিশ। সোমবার ধৃত যুবককে মালদা জেলা আদালতে পাঠায় মানিকচক থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের নাম রাজেশ মিয়া। বাড়ি রতুয়া থানার নিমতাল্লি এলাকায়। অভিযুক্ত যুবক বিবাহিত বলে জানা গেছে। নির্যাতিতা নাবালিকা লস্করপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ঘটনা সম্পর্কে ধর্ষিতা নাবালিকা জানান, সরস্বতী পূজা উপলক্ষে প্রতিমা দর্শনে রবিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়। সন্ধ্যা হতেই পিছন থেকে একজন যুবক ধাওয়া করে মুখ চেপে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্জন এলাকায় জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। অভিযুক্ত যুবক তার পরিচিত নন বলে জানিয়েছে ওই নির্যাতিতা। তড়িঘড়ি নির্যাতিতা বাড়ি এসে পরিবারের লোকেদের সমস্ত ঘটনার জানায়। রাতে নির্যাতিতা ও তার পরিবার মানিকচক থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন। পরিবারের পক্ষ থেকে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই পুলিশ রতুয়া এলাকার অভিযুক্তর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে। যদিও অভিযুক্ত যুবক রাজেশ মিয়া ধর্ষণের কথা অস্বীকার করে জানায়, ওই নাবালিকার সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং তাকে ফাঁসানো হচ্ছে এই ঘটনায়। সোমবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করেছে মানিকচক থানার পুলিশ। পাশাপাশি নাবালিকাকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

অভিনব প্রচার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বেজে গিয়েছে পুরভোটের দামামা। নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গেসঙ্গেই জারি হয়ে গিয়েছে আচরণ বিধি। তাই সরকারি নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে সরকারি গাড়িকে আপাতত ছুটি দিয়ে পায়ে হেটে দফতরে আসলেন জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সহকারি সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ। তিনি তৃণমূলের কিষান ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের জেলা সভাপতিও। জলপাইগুড়ি পুরসভার অন্তর্গত ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তিনি। আর জেলা পরিষদ অফিস ৮ নং ওয়ার্ডে। যেটা বলতে গেলে তাঁর বাড়ি থেকে জেলাপরিষদ প্রায় ৭ কিলোমিটার। তবে এই দূরত্ব থামিয়ে রাখতে পারল না দুলাল দেবনাথকে। ২০ নং ওয়ার্ডের বোস পাড়ার বাড়ি থেকে বেলা ১০টা নাগাদ হাঁটা শুরু করেন। এরপর প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে দফতরে আসেন তিনি। চলার পথে বিভিন্ন মানুষেজর সঙ্গে আলাপচরিতা এবং কথপোকথন করতে দেখা যায় সহকারি সভাধিপতিকে। তবে তাঁকে শহরের রাস্তায় হাঁটতে দেখে গুঞ্জন শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে। এই বিষয়ে দুলাল দেবনাথ বলেন, নির্বাচনী আচরণ বিধি চালু হয়ে গিয়েছে। আমরা যেহেতু সরকারি পদে রয়েছি তাই আমরাও এই আচরণ বিধির মধ্যে পরে যাই। তাই আদর্শ আচরণ বিধিকে মান্যতা দিয়ে আমি সরকারি গাড়ি বাদ দিয়ে হেঁটে দফতরে এলাম।

পাড়ায় শিক্ষালয়ে রোদে অসুস্থ শিশুরা

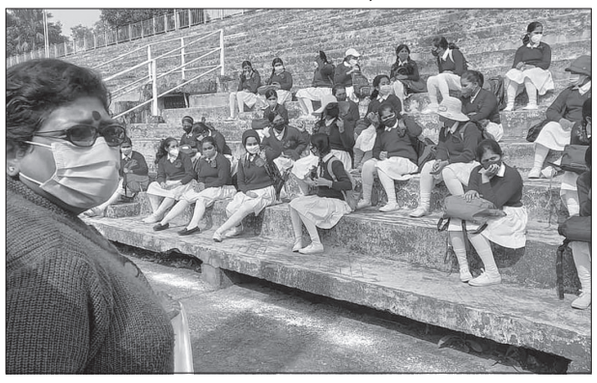

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়িতে পাড়ায় শিক্ষালয় কর্মসূচির শুরুতেই বিপত্তি। সোমবার চড়া রোদে খোলা স্টেডিয়ামে ক্লাস করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে একাধিক পড়ুয়া। যথেষ্টই অব্যবস্থার ছবি ধরা পড়ল শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের পাড়ার শিক্ষালয়ে। নেই পর্যাপ্ত পরিকাঠামো। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে তিনটি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে আসা হয়। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেই বসানো হয় পড়ুয়াদের। প্রি প্রাইমারি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের নিয়ে আসা হয় এখানে। তবে ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ে একাধিক শিশু। তাদেরকে জল দিতে গিয়েও বিপত্তি। পাড়ার শিক্ষালয়ে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই। খাওয়ার জলের ড্রামটাই ফাঁকা। নিজেরা যা জল এনেছে পড়ুয়ারা, সেটাই সম্বল। সকাল দশটা থেকে পড়ুয়ারা এসে বসে স্টেডিয়ামে। ১১টা থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। ক্লাস চলার কথা দেড়টা পর্যন্ত। যেহেতু এদিন অর্ধদিবস। মঙ্গলবার থেকে স্কুল চলবে পুরোটাই। কিন্তু এভাবে কি করে ক্লাস করবে খুদেরা? প্রশ্ন সেখানেই। অভিভাবকদের বক্তব্য, যদি স্কুল চালাতেই হয়, তাহলে স্কুল প্রাঙ্গনেই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হোক। অভিভাবকদের বক্তব্য, শিশুদের এভাবে রোদে থাকার অভ্যাস নেই। তারা যদি টানা এভাবে রোদের মধ্যে বসে থাকে তাহলে তারা শুধু অসুস্থ হয়ে পড়বে তাই নয়, পড়াশোনায় মন বসাতে পারবে না। শিলিগুড়িতে এরকমই অভিযোগ তুলেছেন অভিভাবকদের একাংশ। তাদের বক্তব্য, শিশুরা এভাবে ক্লাস করতে অভ্যস্ত নয়। কতদিনই বা তারা এইভাবে ক্লাস করবে। ইতিমধ্যেই প্রখর রোদে ক্লাস করার ফলে বেশ কিছু শিশু প্রখর রোদে অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। প্রসঙ্গত, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস হচ্ছে স্কুলে। তবে করোনা সংক্রমণ রোখার জন্য প্রাক প্রাইমারি থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের ক্লাস আজ থেকে শুরু হয়েছে পাড়ায় শিক্ষা কর্মসূচির আওতায়। পড়ুয়াদের পড়াশোনায় উদ্যোগী করে তুলতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে ক্লাস হবে পাড়ায় শিক্ষালয় কর্মসূচিতে। যার মধ্যে দুটি ধাপে ক্লাস হবে দু'ঘণ্টা ধরে। তাদের ক্লাস নেবেন স্কুলের শিক্ষক, পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষা সহায়করা। পড়ুয়াদের জন্য মিড ডে মিল-এর ব্যবস্থা রয়েছে। তবে প্রথম দিনেই রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচি নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছেন অভিভাবকরা।

বাঁকুড়ায় অবৈধ পোস্ত চাষ নষ্ট করল আবগারি দফতর

দুরন্ত বার্তা, বাকুঁড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কয়েক'শ বিঘা জমিতে অবৈধ ভাবে পোস্ত চাষের হদিশ মিলতেই সোমবার সকালেই সমস্ত পোস্ত গাছ নষ্ট করে দিল আবগারি দফতর। এদিন সকালে মেজিয়া থানার মানাচরে এই অভিযান চালানো হয়। গত ডিসেম্বরের গোড়ায় বড়জোড়া ও মেজিয়া থানার এলাকাধীন দামোদর নদের চরে কয়েক'শো বিঘা জমির উপর অবৈধ পোস্ত গাছ নষ্ট করেছিল জেলা আবগারি দফতর। তারপর এদিন ড্রোনের সাহায্য নিয়ে মেজিয়া থানার মানাচরে কয়েক'শো বিঘা অবৈধ পোস্ত গাছের হদিশ মিলে। এদিন সকাল থেকে দামোদরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ট্রাক্টর চালিয়ে মাড়িয়ে দেওয়া হলো প্রায় আড়ালে বেড়ে ওঠা অবৈধ পোস্ত গাছ। শুধু আবগারি দফতর নয়, আবগারি দফতরের পাশাপাশি মেজিয়া ব্লক প্রশাসন ও মেজিয়া থানার পুলিশও সমানভাবে এই অভিযানে সামিল হয়। জেলা আবগারি দফতরের মুখ্য আধিকারিক তুহিন নাগ জানান, আমরা গত বছরও অভিযান চালিয়েছিলাম। তখনই এলাকার মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু এই বছর যা দেখা গেল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে এই চাষ হচ্ছে। এই চাষের ফলে দেশের বর্তমান প্রজন্ম নেশার বশীভূত হচ্ছে। আর মাদক মাফিয়াদের অবৈধ কারবার বাড়ছে। তারা চাষিদের টাকার লোভ দেখিয়ে আফিম তথা নিষিদ্ধ পোস্তর চাষ করিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করছে। তিনি বলেন, আমরা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ পোস্ত চাষ ও অসাধু কৃষকদের রুখবো। প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত সেই ভাবে কাউকে আটক করা হয়নি বলে তিনি জানান। কারা এই কারবার ও চাষের সাথে জড়িত তা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না। তবে এই কারবারে আন্তঃরাজ্য মাদক চক্র জড়িয়ে আছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে জেলা আবগারি দফতর। জানা গেছে দামোদরের মানাচরগুলি অত্যন্ত দুর্গম। নদের দুদিকে জলস্রোত আর নলখাগড়ার আড়ালে এই বসতি এলাকা। পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারি করা বেশ ঝক্কির। তাই এই সব এলাকা মাদক মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। এখানের পলি মাটি চাষের উপযুক্ত। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এখানে পোস্ত বা আফিম চাষ করায় মাদক মাফিয়ারা। প্রতি বছর নলবনের ভিতরে কয়েক'শো একর এলাকাজুড়ে পোস্ত চাষ হয়। আড়ালে-আবডালে এই অবৈধ চাষের কথা প্রকাশ্যে আসে বেশ কয়েক বছর আগে। জানার পর জেলা আবগারি দফতর জেলা পুলিশের সাহায্য নিয়ে ব্যবস্থাও নিয়েছে। কিন্তু তা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। প্রতি বছর পোস্ত চাষের মরশুম শুরুর আগে থেকে সতর্ক করা, পোস্ত চাষ করলে কি ধরনের শাস্তি হয় তা জানিয়ে হোর্ডিং, পোষ্টারিং, লিফলেট বিলি সবই করা হয়। তারপরও বন্ধ করা যায়নি। গত বছর থেকে ড্রোনের সাহায্য নিয়ে অবৈধ পোস্ত চাষের এলাকা চিহ্নিত করার কাজ করছে জেলা আবগারি দফতর।

পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মূল পিচ রাস্তার সাথে সংযোগকারী গ্রামের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি সাত -আট বছর ধরে মেরামতির কাজ হয়নি। যার রাস্তার অবস্থা একেবার বেহলা। রাস্তা মেরামত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্লক প্রশসনকে বারে বারে আবেদন নিবেদন করেও কোনো লাভ হয়নি। এবছর অতি বৃষ্টির ফলে কুমুরকাটা থেকে পাঁচিয়াড়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তাটির বেহাল দশা। যার ফলে এদিন সোমবার এক প্রকার বাধ্য হয়ে দহিজুড়ী লালগড় পিচ রাস্তার ফুলবেড়িয়া এলাকার কুমুরকাটা মোড়ে অবরোধ করেন স্থানীয় মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রশাসনকে বারে বারে আবেদন নিবেন করে আসছি। কিন্তু প্রশাসন আমাদের আবেদনে কোনো কর্ণপাত করেননি। এদিন সকাল সাড়ে ন'টা থেকে পথ অবরোধ শুরু করেন বাসিন্দারা। প্রায় আড়াই ঘন্টা পথ অবরোধ চলার পর জেলা প্রশাসনের আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ এই একমাত্র রাস্ত দিয়ে গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। রাস্তাটি বেহাল অবস্থা হওয়ায় প্রায় দিন দুর্ঘটনার কবলে পড়েন পথ চলতি সাধারণ মানুষজনেরা। তার উপর এবছর অতি বৃষ্টিপাতের জেরে গোটা রাস্তাজুড়ে খানাখন্দে ভর্তি। তাই রাস্তা মেরামতের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এমনকি ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে বারে বারে অবেদন নিবেদন করলেও কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কুমুরকাটা থেকে পাঁচিয়াড়া প্রর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তায় তিন চারটি গ্রাম অবস্থিত। এই রাস্তা দিয়ে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে রোজদিন এক থেকে দেড় হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি রাস্তাটি অবিলম্বে কংক্রিট বা পিচ দেওয়ার ব্যাবস্থা করতে হবে। এদিকে দীর্ঘ সময় ধরে পথ অবরোধের জন্য সমস্যায় পড়েন পথ চলতি সাধারণ মানুষজনেরা। পরে পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বিনপুর থানার পুলিশ, ব্লক ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। দীর্ঘ সময় ধরে পথ অবরোধ চলার পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা সুধাংশু পাতর, কালীচরন বাস্কে, দীপাঞ্জন বাগেরা বলেন, গত সাত, আট বছর ধরে আমাদের এই রাস্তাটি কোনও মেরামতের কাজ হয়নি। অনেক বার প্রশাসনকে জানিয়েছি। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। দ্রুত রাস্তাটি মেরামত না করা হলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

তৃণমূল ত্যাগ

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পুরভোটের আগে জেলায় জেলায় অব্যাহত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ। কোথাও আবার টিকিট না পেয়ে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন অনেকেই। কেউ কেউ আবার পরিবর্তন করছেন দল। তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন খড়্গপুরের কয়েকজন তৃণমূলের নেতা-নেত্রী। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিদায়ী কাউন্সিলার থেকে শুরু করে পৌর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানও। সোমবার মেদিনীপুর শহরের জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন তাঁরা। আর তাঁদের হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তাঁদের অনুগামীরা। সোমবার এই যোগদান পর্বে কংগ্রেস জেলা সভাপতি সমীর রায় বলেন, যোগদানকারীরা হলেন তৃণমূলের খড়্গপুরের মহিলা সভানেত্রী সুমিতা দাস, খড়গপুর পৌর এলাকার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর জগদম্বা প্রসাদ গুপ্ত, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী তৃণমূলের কাউন্সিলর বনটা মুরালি, খড়গপুর পৌর প্রশাসক বোর্ডের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান শতদল বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা সবাই তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। দলীয় নেতৃত্বদের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে তৃণমূলের আরও কয়েকজন কর্মী-সমর্থক রয়েছেন। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর জগদম্বা প্রসাদ গুপ্ত বলেন, আগে বিজেপিতে ছিলাম পরে তৃণমূলে যোগদান করেছিলাম। গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেছিলাম। কিন্তু, দলের ব্যবহার ভালো লাগেনি। তাই তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলাম। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কর্মী অসন্তোষের ছবি ধরা পড়েছে। রোজই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কর্মীরা।

NIQ, Govt. of West Bengal. Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata -700001 from the eligible contractors for the following works. 1. "Requirement of onsite facitily management support to run the infrastructure in connection with dedicated video conferencing and audio system run by IT Division, PWD at Nabanna, Howrah for 01(One) Year.." **[Job No. KIT/RW/137 of 21-22]. NOTICE INVITING QUOTATION (No-177/KIT/Q of 21-22).** Bid Submission Closing : **22.02.2022 up to 02.00 PM.** 2. "Provision for temporary high speed internet service for the programm "Distribution of Freehold Title Deeds to residents of refugees" to be attended by VVIPs on 10.02.2022 at Netaji Indoor Stadium, Kolkata (Primary internet Feed)." **[Job No. KIT/RW/138